দৈনিক বাংলা
১২
04 DEC 1984
4 কলাম

সুষম সামাজিক বিকাশের জন্য নারী শিক্ষা চাইঃ ফার্স্ট লেডী

ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ সুষম সামাজিক বিকাশে সহায়তা ও জাতি গঠন কাজে সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের নারী সমাজের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। খবর বাসসর।

তিনি বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম নারী জাতিকে সমানাধিকার দিয়েছে। এর আলোকেই তাদের শিক্ষিতা হতে হবে।

ফার্স্ট লেডী শনিবার ঢাকার

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

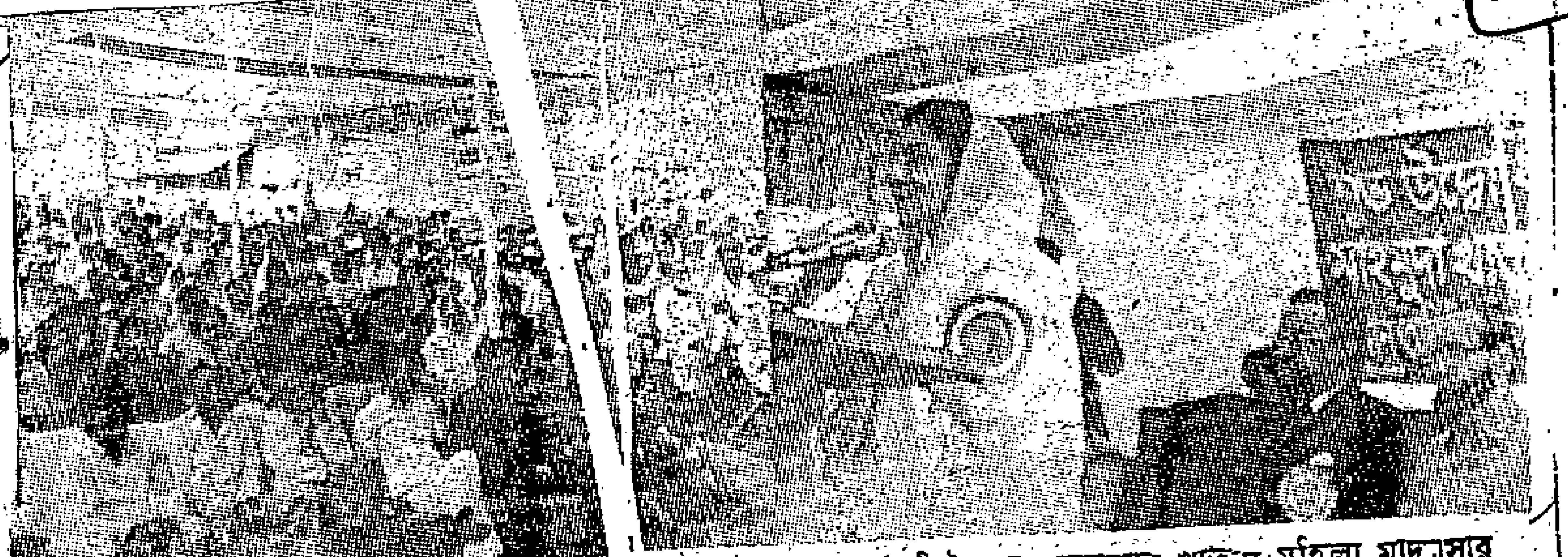

ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ শনিবার ঢাকার আর্মানিটোলায় মাহমুদা খাতুন মহিলা মাদ্রাসার নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

ফার্স্ট লেডী

(১ম পৃঃ পর) আরমানিটোলায় নব নির্মিত ৬-তলা মাহমুদা খাতুন আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন।

বেগম এরশাদ বলেন, মেয়েদের উচিৎ নিজেদেরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করা। এটা তাদেরকে অন্ধকার জগত থেকে আলোর জগতে আসতে সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠানে দুই বিশেষ অতিথি তথ্য মন্ত্রী মাহবুবুর রহমান ও কৃষিমন্ত্রী মাহমুদুল হাসান এবং জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এমপি বক্তৃতা করেন। মাদ্রাসার ছোট্ট বালিকাদের একটি দল ফার্স্ট লেডীকে সালাম জানায়। তারা মাদ্রাসার ছাত্রীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে তাকে কিছু উপহার দেয়।

ফার্স্ট লেডী বলেন, আমরা যদি সামাজিক অধঃপতন ও হতাশা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে আল্লাহর পথ অনুসরণ করতে হবে।

বেগম এরশাদ বলেন, ত্যাগ ও নিষ্ঠা ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা যায় না। মেয়েদের একথা মনে রেখে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন মেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ায় মাদ্রাসা সহায়ক হবে। তিনি বঞ্চিত ও অবহেলিত মেয়েদের উন্নত ভবিষ্যত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

তথ্যমন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বলেন, বিশ্বের কল্যাণ নারী ও পুরুষের ওপর সমানভাবে নির্ভরশীল। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন ও জাতীয় পরিচিতি সমুন্নত রাখার জন্য নারী ও পুরুষের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ।

জনাব রহমান বলেন, নারী সমাজের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছানো নিশ্চিত করার জন্যে ফার্স্ট লেডী দেশের প্রত্যন্ত এলাকাসমূহ সফর করেন।

তিনি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃষি মন্ত্রী মাহমুদুল হাসান বলেন, ফার্স্ট লেডী সব সময় দরিদ্রদের পাশে রয়েছেন। তার উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায়ই মাদকাসক্তদের নিরাময় হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে।

তিনি বলেন, সকল উপজেলায় ছেলেদের মাদ্রাসার পাশাপাশি মেয়েদের মাদ্রাসা স্থাপন করতে হবে।

পরে বেগম এরশাদ মাদ্রাসা ভবনের ফলক উন্মোচন করেন এবং শ্রেণী কক্ষ ও অন্যান্য শাখা ঘুরে দেখেন। তিনি ছাত্রীদের মনযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতে বলেন।

১৯৪৮ সালে মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয়। এর ছাত্রী সংখ্যা ২৮০।